৭। বাংলা ভাষার জন্ম ও ইতিহাস ঃ
বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা কি না ?

উঃ সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৪ হাজার ভাষা রয়েছে। এই ভাষার সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ভাষা গুলিকে কতগুলি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটিকে বলা হয় 'ভাষাবংশ' বা 'Family Language'। এই ভাষা বংশগুলির মধ্যে রয়েছে ইন্দো- ইউরোপীয়, সেমিত-হেমিত, বান্টু, ককেসিও, দ্রাবিড়, ভোটচীনীয়, এস্কীমো প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি ভাষা বংশেরই একটা ইতিহাস আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলা ভাষার জন্ম ও ইতিহাস।

খ্রীঃ পূর্ব আড়াই হাজার অব্দে রাশিয়ার উরাল পর্বত -এর পাদদেশ থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় নামে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে ফলতঃ এর থেকে দশটি শাখার জন্ম নেয়। এর মধ্যে ইন্দো- ইরানীয় উল্লেখযোগ্য। এই ভাষা গোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের প্রাচীন আর্য বলে দাবি করেন। কালক্রমে এই প্রাচীন আর্যজাতি দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যথা — ইরানীয় আর্য এবং ভারতীয় আর্য। ইরানীয় আর্য ইরান পারস্যে চলে যায়। যার প্রাচীনতম সাহিত্য কীর্তি হল 'জেন্দাবেস্তা', আর ভারতীয় আর্য ভারতবর্ষের দিকে চলে আসে। এই ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক অর্থে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় যথার্থই বলেছেন —

" .....বংশ কৌলিন্যের তা পৃথিবীর এক মহান ভাষা পরিবার উত্তরাধিকার অর্জন করেছে।"

সময় অনুসারে আর্য ভাষার এই বিবর্তনের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, —

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (১৫০০ খ্রীঃপূঃ — ৬০০ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত)
নিদর্শন হিসাবে পাওয়া যায় — ঋকবেদ, সংহিতা।

(খ) মধ্য ভারতীয় আর্য (৬০০ খ্রীঃপূঃ — ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)।
নিদর্শন হিসাবে পাওয়া যায় — অশোকের শিলালিপি, বৌদ্ধ জৈনদের ধর্মগ্রন্থের ভাষা।

(গ) নব্য - ভারতীয় আর্য (৯০০ খ্রীষ্টাব্দ - বর্তমান কাল পর্যন্ত)।
নিদর্শন — বাংলা, হিন্দী, মারাঠী; বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং সর্বোপরি মানুষের মুখের ভাষাই হল এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার আবার দু'টি রূপ ছিল। যথা — সাহিত্যিক রূপ ও কথ্য রূপ। এই কথ্য রূপের আবার চারটি ভাগ ছিল। যথা - প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য।

Scanned with CamScanner

প্রাচ্য ভাষা বিবর্তনের রূপ নিল প্রাচ্য-মধ্যা ও প্রাচ্যা। পরবর্তীকালে এই প্রাচ্যা ভাষা মাগধী-প্রাকৃত এবং পরে মাগধী অপভ্রংশ- অবহট্ঠ ভাষায় রূপ নেয়। এই মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ঠের আবার দু'টি ভাগ। যথা —
(১) পশ্চিমা ও (২) পূর্বী।
পূর্বীর দু'টি ভাগ। বঙ্গ- অসমিয়া ও ওড়িয়া
এই বঙ্গ-অসমিয়া থেকে জন্ম নেয় দু'টি ভাষা। যথা — বাংলা ও অসমিয়া। ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা জন্মের বিষয়টি অধ্যাপক রামেশ্বর শ' এইভাবে দেখিয়েছেন ——

অনেকে মনে করেন, বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কারণ পানিনী সংস্কৃতভাষাকে ৪ হাজার সূত্রে বিধিবদ্ধ করেছিলেন। ফলত: সংস্কৃত- ভাষা মৃতপ্রায় ভাষায় পরিনত হয়েছিল। বলাবাহুল্য

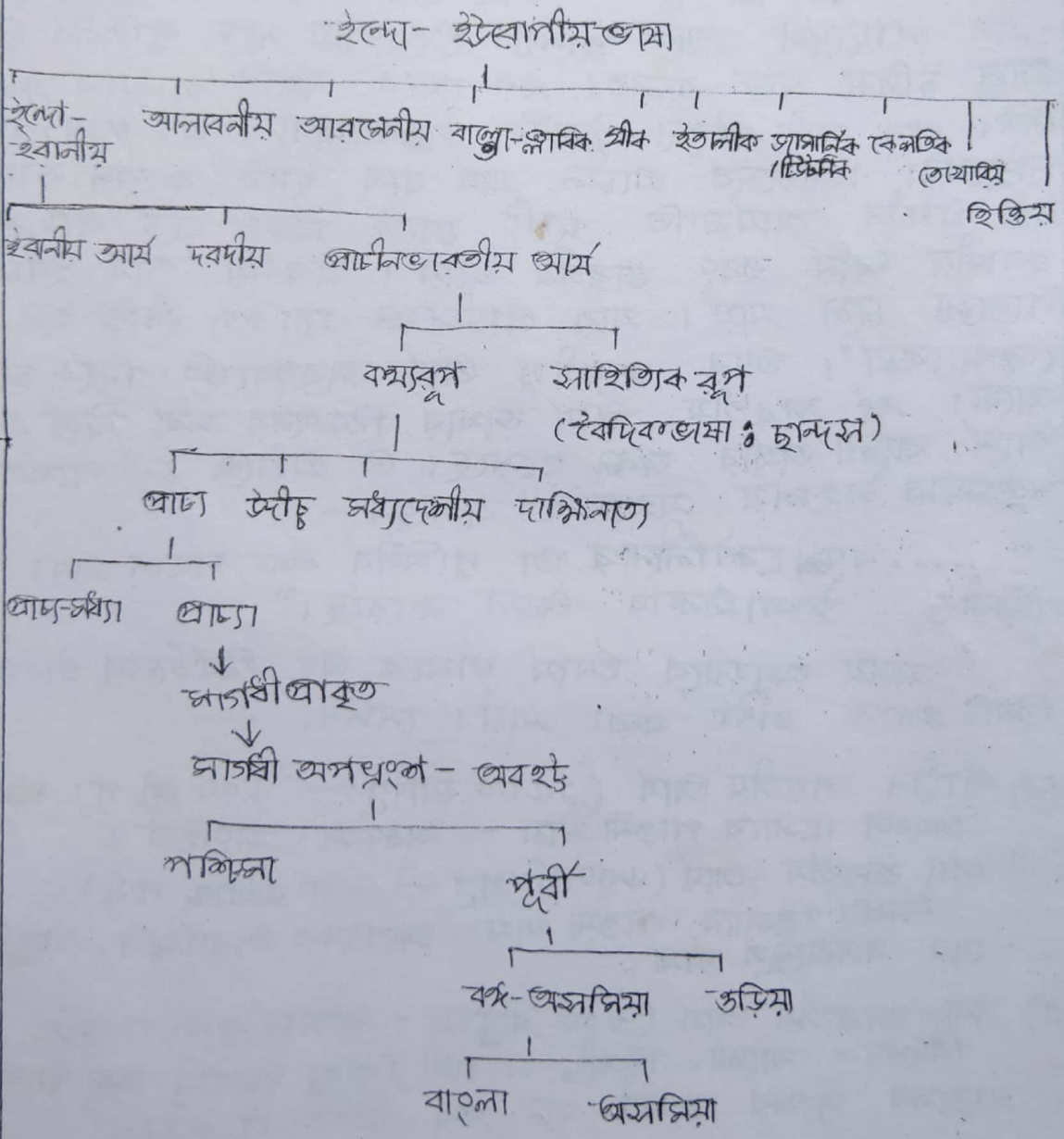

মৃতপ্রায় কোনো ভাষা থেকে কোনো নতুন ভাষার সৃষ্টি হতে পারেনা। তাই আলোচনার উপান্তে এসে বলতে পারি, মাগধী অপভ্রংশ - অবহট্ঠ থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম। এখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে মাগধী প্রাকৃত বা মাগধী অপভ্রংশ - অবহট্ঠের কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন যে, 'বাংলা ভাষা' আদর্শ মধ্য প্রাকৃত থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রীয়ার্সন প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ বলেছেন যে, মাগধী অপভ্রংশ- অবহট্ঠ থেকেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এই অধিক প্রচলিত মতটাকেই গ্রহণ করব।

■ আনুমানিক সাড়ে নয়শ খ্রীষ্টাব্দে জন্মকাল ধরে বর্তমান কাল অবধি ও বাংলাভাষার ইতিহাস লক্ষণীয়। মূলত, তিনটি পর্বে বাংলা ভাষার ইতিহাস ক্রম বিকশিত। নিম্নে তা আলোচনা করা হল —

(ক) প্রাচীনবাংলা (Old bengali) (৯৫০ - ১২০০ খ্রী:) পর্যন্ত

■ নিদর্শন — চর্যাপদ, সর্বানন্দ রচিত 'অমরকোষ' টীকাসর্বস্ব। এছাড়া শেক- শুভদয়ার উদ্ধৃত গান ও ছড়ার।

১২০০ - ১৩৫০ খ্রী: বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ। কারণ এই সময় কোনো সাহিত্য নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

(খ) মধ্যবাংলা (M.B) (১৩৫০ - ১৭৬০/১৮০০ খ্রী:) পর্যন্ত।

মধ্যবাংলাকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) আদি - মধ্য বাংলা (১৩৫০ - ১৫০০ খ্রী:)।

■ নিদর্শন — বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য।

(ii) অন্ত - মধ্য বাংলা — (১৫০০ - ১৭৬০ খ্রী:) পর্যন্ত।

■ নিদর্শন — মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য, জীবন সাহিত্য ইত্যাদি।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ বাংলা সাহিত্যের স্বুবর্ণযুগ।

(iii) আধুনিকবাংলা বা Modern Bengali (১৭৬০/১৮০০ - বর্তমানকাল পর্যন্ত)।

■ নিদর্শন - গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং মানুষের মুখের ভাষা।